দৈনিক খবর 17.7

তারিখ 03. JUN 1992

পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

একান্ত সাক্ষাৎকারে ছাত্রলীগ সভাপতি

অবৈধ অস্ত্রের উৎস খুঁজে বের করতে হবে

● শাহেদ চৌধুর ● বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (মঈনু–ইকবাল) সভাপতি মঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী (মঈনু) বলেছেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার মধ্যদিয়ে সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক ধারা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান সরকার সন্ত্রাসীদের লালন করে আর বিএনপি ওদের প্রশ্রয় দেয়। ছাত্রলীগে সন্ত্রাসবাদেরস্থাননেই।

শিক্ষাঙ্গনে সৃষ্ট সন্ত্রাসকে স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতার পার্শ্ব–প্রতিক্রিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দূর করতে হলে সরকারকে আইনের অবাধ প্রয়োগ ঘটাতে হবে। অবৈধ অস্ত্রের উৎস খুঁজে বের করতে হবে। 'দৈনিক খবর'কে দেয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

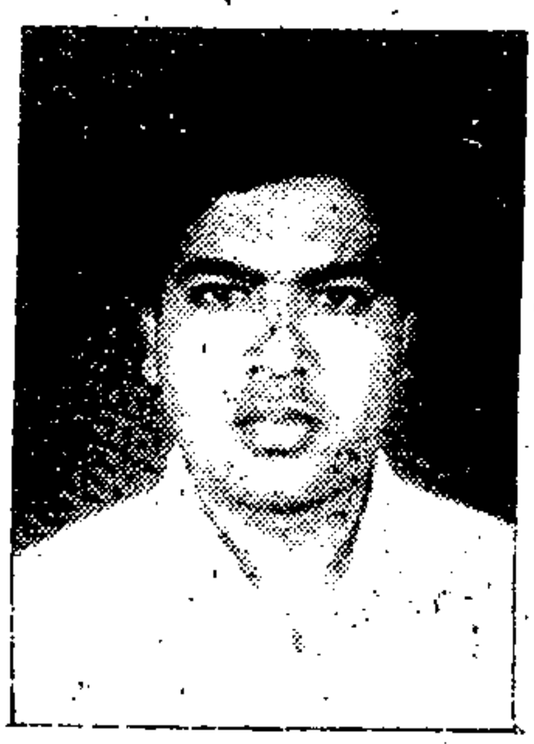

জনাব মঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী (মঈনু) আরও বলেন, সন্ত্রাস হচ্ছে স্বৈরাচার এবং সাম্প্রদায়িকতার পার্শ্ব–প্রতিক্রিয়া। ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংস হত্যাকান্ডের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক ধারার সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীতে আইন করে ঘাতকদের বিচারের পথ রুদ্ধ করে সাংবিধানিকভাবে সন্ত্রাসবাদকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ দেয়া হয়েছে। একদিকে সরকারের পেটোয়া বাহিনী, অপরদিকে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সাম্প্রদায়িক জামায়াত–শিবির চক্র সারাদেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলছে। বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে এ পর্যন্ত তের/ চৌদ্দজন ছাত্রলীগের নেতা–কর্মী নিহত হয়েছেন।

তিনি বলেন, সংবিধান ও আইনের শাসন নিশ্চিত হলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসসহ সকল ধরনের অবৈধ তৎপরতা রোধ করা সম্ভব। কিন্তু বর্তমান সরকার সংবিধান ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। একজন বিদেশী নাগরিক সংবিধান লংঘন করে দেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করলেও সরকার যখন নীরব থাকে ইনডেমনিটি নামের 'খুনী রক্ষার' আইন বাতিলের গড়িমসি করে, প্রকাশ্য দিবালোকে ফটিকছড়িতে তিনজন আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ নেতাকে হত্যা করার পরও সরকার হত্যাকারীদের গ্রেফতার না করে নিরাপত্তা দেয়–তখন সরকারের আইন ও সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দূর করতে হলে আইনের অবাধ প্রয়োগ ঘটাতে হবে। সরকার নিজেই যদি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয় তাহলে সন্ত্রাস দূরীকরণ কিভাবে সম্ভব? শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ করতে হলে সর্বাগ্রে অবৈধ অস্ত্রের উৎস খুঁজে বের করে দলমত নির্বিশেষে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে হবে। কিন্তু বিএনপি সরকার একদিকে নিজেই সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসীদের লালন করে সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দেয়, অপরদিকে মাস্তান গ্রেফতারের নামে বিরোধী দলীয় নেতা–কর্মীদের হয়রানি করে। এভাবে আর যাই হোক, সন্ত্রাসী দমন সম্ভব নয়।

এক প্রশ্নের জবাবে জনাব মঈনু বলেন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের যোগ্য উত্তরাধিকারী সংগঠন। একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতেই ছাত্রলীগের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ছাত্রলীগে সন্ত্রাসবাদের কোন স্থান নেই। আদর্শহীন ছাত্র সংগঠনগুলোই আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেয়। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সামগ্রিক অবস্থান থেকে ভিন্ন বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপ নয়। রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক জীবনের নানাবিধ ঘাত–প্রতিঘাত কিংবা স্থবিরতা বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রভাব ফেলে।

জনাব মঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী (মঈনু) আরও বলেছেন, গত ১৫ বছর ধরেই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে দেশে অরাজনৈতিক শাসন কায়েম ছিল। ফলে রাষ্ট্রীয় অস্থিরতা শিক্ষাঙ্গনকেও প্রভাবান্বিত করেছে। উন্নয়নশীল দেশের সচেতন অংশের প্রতিনিধি ছাত্র সমাজের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে স্বৈরশাসকরা শিক্ষাঙ্গনকে অস্থির করে শিক্ষার স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে 'বিশেষ গোষ্ঠীর' লোকেরা ক্ষমতা দখল করার পর ক্ষমতাকে নিষ্কন্টক করতে দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়কে তালা বন্ধ রেখে যে জটের সৃষ্টি করেছে, পরবর্তীতে তা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা ইতিহাস বিনির্মাণের অন্যতম নেতৃত্বদানকারী সংগঠন। বিগত সময়ে ছাত্রলীগ সন্ত্রাস, স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনে বরাবরই সোচ্চার ছিল। শিক্ষাঙ্গনে স্বাভাবিক সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সেশন জট নিরসনসহ ছাত্র সমাজের প্রাণের দাবী ১০ দফা বাস্তবায়নে ছাত্র সমাজকে সাথে নিয়ে ছাত্রলীগ তার ইতিহাস অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাবে।

'তরুণ নেতৃত্ব সংগঠনের বিকাশকে ব্যাহত করবে কিনা' এ ধরনের অপর এক প্রশ্নের উত্তরে জনাব মঈনু বলেন, সংগঠনের বিকাশ নির্ভর করে নেতৃত্বের গুণাবলী ও যোগ্যতার উপর। এখানে তরুণ ও নবীনের প্রশ্ন অবান্তর। জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের রাজনীতি ও আর্থ–সামাজিক অবস্থানের গুণগত একটি মৌলিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছেন। জাতীয় সংসদে সরকারের প্রতি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করে তিনিই প্রথম সমঝোতা ও সৌহার্দের রাজনীতির প্রবর্তন করেছিলেন। যদিও সরকার এ ব্যাপারে আন্তরিক নয়। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দলীয় অর্থনৈতিক কর্মসূচী পরিবর্তন করে যুগোপযোগী একটি অর্থনৈতিক কর্মসূচী দিয়ে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার দিক–নির্দেশনা দিয়েছেন। ছাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রেও মৌলিক পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়েই তিনি ছাত্রলীগের মতো বিশাল সংগঠনে তরুণ নেতৃত্বকে অনুমোদন করেছেন। অপরাপর ছাত্র সংগঠন এই দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করলে ছাত্র রাজনীতির ইতিহাসে নতুন ধারার সৃষ্টি হবে।